বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০২০-২০২১

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকাশকাল

অনলাইন
২৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আব্দুর রশীদ খান
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা

মোঃ আহসান হাবিব
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইসিটি ও প্রকিউরমেন্ট)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

সমন্বয়ক

মোঃ সহিদুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন ইউনিট (পিএমই)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মোঃ আহসান হাবিব

প্রচ্ছদ অংকন

ইফতেখার উদ্দিন কাওসার

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ

মোঃ ফয়সাল ভুইয়া
ক্রাফটসম্যান কর্পোরেশন
craftsmanletter@gmail.com
৫৪, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের সহায়তায় প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত

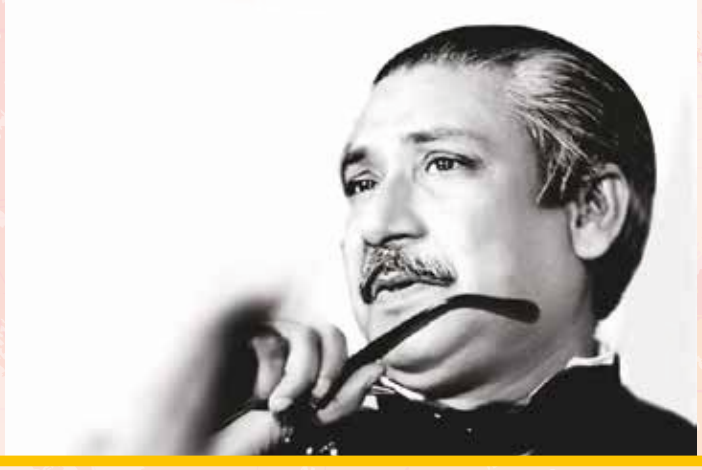

**“যে মন প্রাণ দিয়ে আপনারা স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলেন,
সেই মন-প্রাণ দিয়ে এই বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধিশালী এবং
শোষণহীন সমাজ গঠন করার জন্য আপনারা এগিয়ে যান”**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য এসেছে।
কৃষিজ ও অকৃষিজ উভয় ক্ষেত্রে
কর্মকাণ্ড বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে।
বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে
অসামান্য গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি
কৃষিখাত, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ,
গ্রামীণ পরিবহন ও যোগাযোগ এবং
গ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের
প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে চলেছে।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

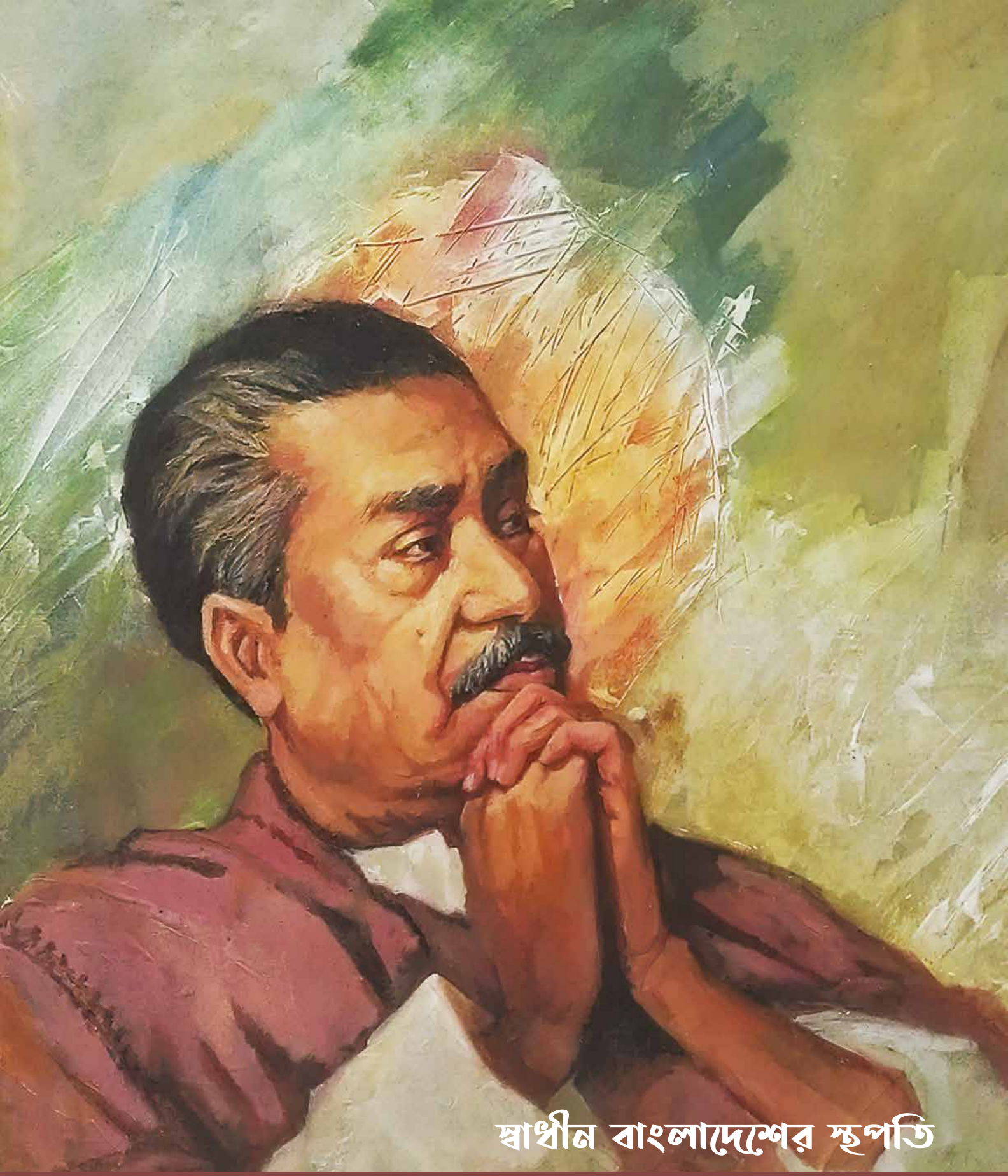

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ একটি তর্জনীর ইশারা এবং একটি বজ্রকণ্ঠের অমোঘ উচ্চারণে প্রকম্পিত হয়েছিলো সেদিনের রেসকোর্স ময়দান। সেই ঢেউয়ের উন্মাতল দোলে দুলেছিলো ৫৫ হাজার বর্গমাইল জুড়ে সাড়ে সাত কোটি হৃদয়। জাতির পিতার সেই তর্জনী আজও এদেশের উন্নয়নে দিকনির্দেশনার প্রতীক হিসেবে কাজ করছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং মুজিববর্ষ। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ শুরু হয়ে ২০২১ সালের ১৭ মার্চ শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও বিশ্ব মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে তা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, সড়ক হবে সংস্কার' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এলজিইডি মুজিবশতবর্ষ পালন করছে। ১০ জানুয়ারি ২০২০ এলজিইডি সদর দপ্তরে তিনটি ক্ষণগণনা ঘড়ি স্থাপন করা হয়। সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে এলজিইডির সকল কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সদর দপ্তর ভবন বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হয়। রাতে আলোকসজ্জা করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় ২০২০ সালের ১৭ মার্চ সকালে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের

মধ্য দিয়ে। প্রধান প্রকৌশলী সদর দপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কেন্দ্র' পরিদর্শন করা হয়। আকর্ষণীয় ডিজাইনে স্থাপিত এ কেন্দ্রে জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রে রাখা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন করা হয় ১০০ পাউন্ড ওজনের কেক কেটে। আলোচনা সভা ও দুপুরে বাদ আসর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

২০২১ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবনসহ সারাদেশে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহে বঙ্গবন্ধুর বাণী সম্বলিত ড্রপডাউন ব্যানার ও ফেস্টুন দিয়ে ভবন সজ্জা ও রাতে আলোকসজ্জা করা হয়। এদিন সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এলজিইডির কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ। জাতির পিতার এ লক্ষ্য পূরণে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আলোচনা সভা শেষে ১০১ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয়। বাদ যোহর বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় এলজিইডির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এলজিইডির জেলা পর্যায়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপিত

গত ১৭ মার্চ ২০২০ দেশের প্রতিটি জেলায় এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ সকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম যথাযথভাবে তুলে ধরা, যাতে করে আগামী প্রজন্ম এই মহান নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের যোগ্য নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে মুজিববর্ষের এসব আয়োজন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি জেলায় এ তিন ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের নির্বাচিত করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রতি জেলায় এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় সুসজ্জিত ও আলোকসজ্জা করা হয়। জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের অফিস কমপাউন্ডে ১০টি করে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১
প্রসঙ্গ এলজিইডি

এলজিইডি পরিচিতি	০২
অভিলক্ষ্য	০২
রূপকল্প	০২
অধিক্ষেত্র	০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম	০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা	০৫
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম	০৬
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	০৬
নগর উন্নয়ন সেক্টর	০৭
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	০৮
অগ্রযাত্রা: লালমাটিয় থেকে আগারগাঁও	০৯

অধ্যায়-২
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি	১২
রূপকল্প ২০৪১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	১২
৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)	১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১৩
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	১৭

অধ্যায়-৩
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২০-২০২১	২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১	২০
২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন	২১
২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি	২১
২০২০-২০২১ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন	২২
বিগত ১২ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৩
নতুন প্রকল্প	২৩

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন ২৬
সড়ক উন্নয়ন ২৬
সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ২৭
সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ২৭
গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন ২৭
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ২৮
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ ২৮
সামাজিক অবকাঠামো ২৮
বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ২৯
ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ ২৯
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ২৯
নগর উন্নয়ন-২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন ৩০
সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ ৩০
বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ৩০
ড্রেন ৩১
সেতু/কালভার্ট ৩১
কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৩১
সড়কবাতি ৩২
পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন ৩২
কিচেন/মাল্টি-পারপাস মার্কেট ৩২
সাইক্লোন শেল্টার ৩৩
খাল খনন ও পুনর্খনন ৩৩
কবরস্থান/শ্মশান উন্নয়ন ৩৩
বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন ৩৪
স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসন ৩৪
পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস ৩৪
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৫
পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র ৩৫
কমিউনিটি সেন্টার ৩৫
পানি সম্পদ উন্নয়ন-২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন ৩৬
খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন ৩৬
বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ৩৬
রেগুলেটর নির্মাণ ৩৭
আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৩৭
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার ৩৭
এলজিইডির ১২ বছরের অর্জন: একটি পর্যালোচনা ৩৮

অধ্যায়-৪

২০১৯-২০২০ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

অধ্যায়-৫
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন ৪০
ভৈরব নদীর ওপর ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ সেতু, ৪১
মধুমতি নদীর ওপর ৬০০.৭০ মিটার দীর্ঘ সেতু ৪২
শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৫৭৬.২১৪ মিটার দীর্ঘ সেতু ৪৩

অধ্যায়-০৬
ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট ৪৬
পরিকল্পনা ইউনিট ৪৭
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট ৫১
আইসিটি ইউনিট ৫৪
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট ৫৮
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ৬২
প্রশিক্ষণ ইউনিট ৬৪
ডিজাইন ইউনিট ৬৬
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট ৬৮
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৭০
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৭৩

অধ্যায়-০৭
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭৬
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ৭৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭৭
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ ৭৭
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ৭৭
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৭৭
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর ৭৭
কৃষি মন্ত্রণালয় ৭৮
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ৭৮
ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র ৭৮
বারটান ৭৮
ভূমি মন্ত্রণালয় ৭৯
শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৭৯
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৭৯
ডায়াবেটিস হাসপাতাল ৭৯
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৮০
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ ৮০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
জয়িতা৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় ৮০

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম ৮২
পার্বত্য অঞ্চল ৮৩
হাওর অঞ্চল ৮৪
ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) ৮৫
জলমহাল ব্যবস্থাপনা ৮৬
মাটির কিল্লা ৮৭
ডুবো সড়ক ৮৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ৮৯
এমডিএসপি ৮৯
সিটিইআইপি ৮৯
ইএমসিআরপি ৮৯
বরেন্দ্র অঞ্চল ৯০
বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন ৯০
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ৯১
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি ৯২

অধ্যায়-০৮
এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ৯৪
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ৯৪
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ৯৫
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ৯৫
দিবাযত্ন কেন্দ্র ৯৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন ৯৬
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২১ ৯৭
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ৯৮
নগর উন্নয়ন সেক্টর ১০০
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ১০২
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২১ ১০৪
প্রকল্পের নাম ১০৬

অধ্যায়-০৯
এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) ১০৮
অল্টারনেটিভ পেভমেন্ট সেকশনের প্রস্তুতি ও
অন্তর্ভুক্তিকরণ শীর্ষক গবেষণা ১০৯
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) ১১০
জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা ১১০

অধ্যায়-১০
এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

অধ্যায়-১১
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ১১২
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ১১৩
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ১১৪
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প ১১৫

অধ্যায়-১২
এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস ১১৮
এফআইএমএস ১১৮
জিআইএস পোর্টাল ১১৯
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ ১১৯
আইডিআইএস ১১৯
জিআরআইএস ১২০
রেগুলার সার্ভে মডিউল ১২০
ডেমেজড সার্ভে মডিউল ১২০
অন্যান্য কার্যক্রম ১২০

অধ্যায়-১৩
সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

আমার গ্রাম-আমার শহর ১২২
'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়ন সমীক্ষা ১২৩
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ১২৬

অধ্যায়-১৪
উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি ১২৮
মিশন ১২৯
এমজিএসপি: বিশ্বব্যাংক মিশন ১২৯
আরটিআইপি-২ (অতিরিক্ত অর্থায়ন): বিশ্বব্যাংক মিশন ১২৯
হিলিপ: ইফাদ-এর বাস্তবায়ন সহায়তা মিশন ১৩০
পরিদর্শন
বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর- এর প্রকল্প পরিদর্শন ১২৪

অধ্যায়-১৫
এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার ১৩২
বার্ষিক প্রতিবেদন ১৩২
প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ১৩৩
অন্যান্য প্রকাশনা ১৩৩
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ১৩৩

অধ্যায়-১৬
বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ১৩৬
জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ১৩৬
মহান বিজয় দিবস ২০২০ ১৩৬
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ ১৩৭
জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৮
জেলাপর্যায়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত ১৩৯
বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ১৪০
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের উদযাপনে এলজিইডির অংশগ্রহণ ১৪০
বাংলাদেশের অর্জন ১৪০
ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০২০ ১৪১
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন ১৪১
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ১৪১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি ১৪১
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ১৪১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসিবুল আলম ১৪১
স্বীকৃতি অর্জন ১৪২
এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ ১৪২
বিশ্বমহামারী করোনাভাইরাস ১৪৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা II
সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান II
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি) II
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প VI
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প VII
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ VII
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি) VII
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প VIII
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প IX
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ) IX
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি) IX
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প IX
সেক্টর: জন প্রশাসন (কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) IX
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প IX
পরিশিষ্ট খ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা X
সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান X
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ X
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ) X
পরিশিষ্ট গ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা XI
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় XI
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর XI
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় XI
সংস্থা: বঙ্গবন্ধু দরিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) XI
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ XI
পরিশিষ্ট ঘ: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা XII
সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান XII
বিনিয়োগ প্রকল্প XII
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প XII
সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন XII
বিনিয়োগ প্রকল্প XII
পরিশিষ্ট ঙ: বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যারা সহযোগিতা করেছেন XII

অধ্যায়-০১

এলজিইডি

এলজিইডি পরিচিতি	০২
অভিলক্ষ্য	০২
রূপকল্প	০২
অধিক্ষেত্র	০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম	০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা	০৫
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম	০৬
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	০৬
নগর উন্নয়ন সেক্টর	০৭
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	০৮
অগ্রযাত্রা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও	০৯

এলজিইডি পরিচিতি

এদেশের পল্লি এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ প্রথম শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কুমিল্লা মডেলের অন্তর্গত এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছিল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মূলভিত্তি। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়, যা ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে এলজিইবিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নামকরণ করে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়।

এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নে শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে। দেশের গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার এলজিইডি। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা আজ বিশ্বস্বীকৃত। এলজিইডি মূলত পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থসামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা।

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

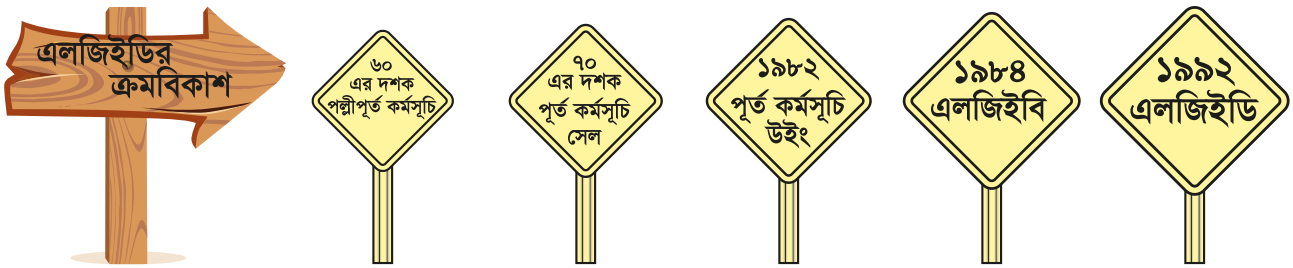

চিত্র-১.১: এলজিইডির ক্রমবিকাশ

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির কাজের অধিক্ষেত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধিক্ষেত্রের আওতায় রয়েছে পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে তা নিচে উল্লেখ করা হলো। নিজস্ব অধিক্ষেত্রের কাজ বাস্তবায়ন ছাড়াও এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহয়তা দিয়ে থাকে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি জেন্ডার সমতা, পরিবেশ সুরক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতেও এলজিইডির রয়েছে বিশেষ পদক্ষেপ।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি প্রকৌশল অধিদপ্তর। এর মোট জনবলের ৯৭.৬২ শতাংশ মাঠপর্যায়ে কাজ করে। ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এলজিইডি সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪; এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১,৬৭২টি, দ্বিতীয় শ্রেণির পদ ২,২৮৯টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩৮৪টি ও ২,০৪৯টি।

রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও-এ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় অবস্থিত, যেখানে মোট জনবল সংখ্যা ৩১৯। সদর দপ্তরে ৭ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রয়েছেন।

দেশের ৮টি বিভাগে রয়েছে বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়। এসব কার্যালয়ে জনবল সংখ্যা ১৪। এলজিইডির কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সারাদেশকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি অঞ্চলে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরের জনবল সংখ্যা ১৫।

এলজিইডির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ৩২-৩৪ জনবল বিশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে ২১ জনবল বিশিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়।

মোট জনবলের হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে জনবল শতকরা ৭৬.৯৪ ভাগ, জেলা পর্যায়ে শতকরা ১৬.১০ ভাগ, অঞ্চল ও বিভাগে শতকরা ৩.০৬ ভাগ এবং সদর দপ্তরে শতকরা ২.৩৮ ভাগ।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০৪টি (১.৫২%) ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ রয়েছে, যার আওতায় ৬১টি জেলা পরিষদে ১৮৩ জন ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), সহকারী প্রকৌশলী(পুর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্য-সহকারী/সার্ভেয়ার প্রেষণে পদায়ন করা হয়।

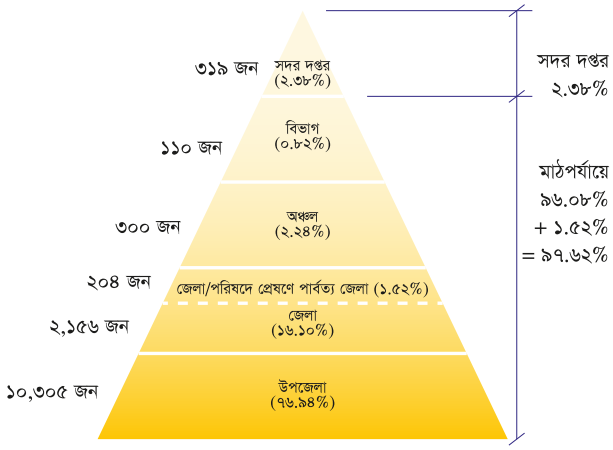

চিত্র-১.৩: জনবলের বিভাজন

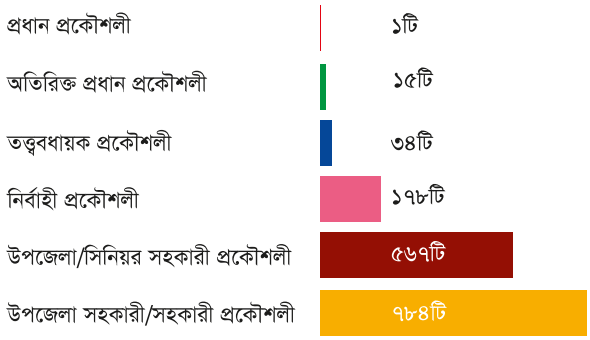

চিত্র-১.৪: এলজিইডির প্রকৌশলীদের পদবিন্যাস

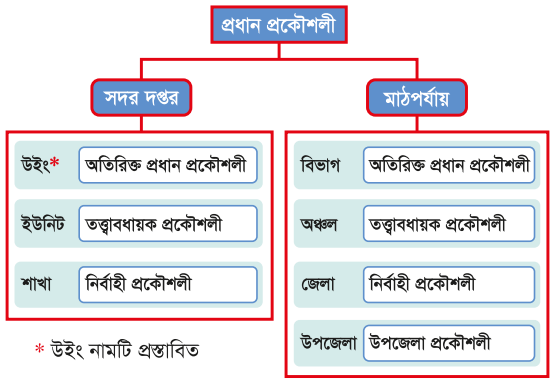

চিত্র-১.৫: এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত)

উইং*	ইউনিট		
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	সড়ক ও সেতু বাস্তবায়ন এবং ভবন ব্যবস্থাপনা		
সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক নিরাপত্তা		
প্রশাসন	নিয়োগ ও পদায়ন, শৃঙ্খলা ও তদন্ত, আইন এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল		
নগর ব্যবস্থাপনা	নগর ব্যবস্থাপনা		
ডিজাইন ও পরিকল্পনা	সেতু ডিজাইন	সড়ক ও ভবন ডিজাইন	পরিকল্পনা
মনিটরিং, অডিট ও প্রকিউরমেন্ট	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	প্রকিউরমেন্ট ও অডিট	আইসিটি
মানবসম্পদ	মানবসম্পদ এবং পরিবেশ ও জেন্ডার	মাননিয়ন্ত্রণ	
পানিসম্পদ	পানিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিকল্পনা	

ছক-১.২: এলজিইডির উইং* ও ইউনিটসমূহ

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা

এলজিইডির কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজন স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই বাস্তবতায় সময়মত মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগকে একাধিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের আওতায় একাধিক জেলার সমন্বয়ে মোট ২০টি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে।

ছক-১.১: বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলা

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা
		গাজীপুর
		মানিকগঞ্জ
		টাঙ্গাইল
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
		নরসিংদী
		মুন্সীগঞ্জ
		কিশোরগঞ্জ
	ফরিদপুর	ফরিদপুর
		রাজবাড়ী
		গোপালগঞ্জ
	মাদারীপুর	মাদারীপুর
		শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
		কক্সবাজার
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
		বান্দরবান
	কুমিল্লা	কুমিল্লা
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		চাঁদপুর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী
		ফেনী
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী
		চাঁপাইনবাবগঞ্জ
		নওগাঁ
		নাটোর
	বগুড়া	বগুড়া
		জয়পুরহাট
	পাবনা	পাবনা
		সিরাজগঞ্জ

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
রংপুর	রংপুর	রংপুর
		কুড়িগ্রাম
		গাইবান্ধা
		লালমনিরহাট
	দিনাজপুর	দিনাজপুর
		নীলফামারী
		পঞ্চগড়
		ঠাকুরগাঁও
সিলেট	সিলেট	সিলেট
		হবিগঞ্জ
		মৌলভীবাজার
		সুনামগঞ্জ
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
		নেত্রকোণা
		জামালপুর
		শেরপুর
খুলনা	খুলনা	খুলনা
		বাগেরহাট
		সাতক্ষীরা
		নড়াইল
	যশোর	যশোর
		ঝিনাইদহ
		মাগুরা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া
		মেহেরপুর
		চুয়াডাঙ্গা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল
		ভোলা
		ঝালকাঠি
		পিরোজপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
		বরগুনা

এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম

ষাটের দশকের পল্লীপূর্ত কর্মসূচি এবং সত্তরের দশকের পূর্ত কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস) এর আওতায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়ক চিহ্নিত করে এসব সড়কে মাটির কাজ করা হয়। পাশাপাশি এসব সড়কে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

একই সঙ্গে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ সড়কে মাটির কাজ করা হয়। এ সময়ই মূলত দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি হতে থাকে। ধাপে ধাপে এলজিইডির সড়ক উন্নয়ন কাজ বিস্তৃতি লাভ করে। যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন ভৌত কাজের অঙ্গ। এর মধ্যে অন্যতম গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন, দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি। পরবর্তীতে এলজিইডি ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি ও অকৃষি পণ্য পরিবহন এবং এর বিপণন সুবিধা সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন অপরিহার্য। গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের অংশ হিসেবে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলেও সামগ্রিকভাবে পল্লি উন্নয়নের জন্য পল্লি এলাকার অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক যেসব অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে –

- গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো
- বৃহৎ সেতু
- গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
- বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র
- ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন এবং
- সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

স্বাধীনতা উত্তর দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯১ শতাংশ (বিবিএস: ১৯৭৪) গ্রামে বাস করতো। সময়ের সাথে সাথে শহরমুখী অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পপুলেশন প্রোজেকশন অব বাংলাদেশ ডাইনামিকস এন্ড ট্রেন্ডস ২০১১-২০৬১ অনুযায়ী বর্তমানে দেশের নগর জনসংখ্যা শতকরা ২৯.৭ ভাগ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি কারণে ফসলহানী, অব্যাহত নদী ভাঙন এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা নিম্নআয়ের মানুষকে শহরমুখী করছে। একই সঙ্গে সামর্থ্যবান মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়ও শহরমুখী হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের শহরগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই বাস্তবতায় ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে এলজিইডি ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে দেশের মাঝারি শহরের অর্থাৎ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হয়।

প্রাথমিকভাবে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন করলেও টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে পরবর্তীতে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে এলজিইডি পৌরসভাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নেও এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলজিইডির নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ
- সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট নির্মাণ
- কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন
- উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণ
- পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী। অনেক নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে নেপাল ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর রয়েছে অপরিসীম অবদান। দেশের কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়।

কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি) এর প্রাথমিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-আইডিপি) এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলা, যথা- কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে।

গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে থানা সেচ কর্মসূচির সুফল অনুধাবন ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন করে। এই নীতির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে তা মূলত চার ধরনের-

- বন্যা ব্যবস্থাপনা: বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন, রেগুলেটর বা স্লুইস ও কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন;
- পানি-নিষ্কাশন: কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন;
- পানি সংরক্ষণ: পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুনর্খনন ও স্পিলওয়ে;
- কমান্ড এলাকা উন্নয়ন: সেচ নালা সংস্কার, ভূ-উপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট ও সাইফুন।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশিপাশি সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরের পর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

অগ্রযাত্রা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও

বিংশ শতাব্দির ৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে এলজিইডি সৃষ্টির ইতিহাস রচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লায় অবস্থিত তৎকালীন পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এদেশের পল্লি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুমিল্লা মডেল' এর বিকাশ ঘটে। পল্লি উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত চারটি অঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্গ অর্থাৎ পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আরডব্লিউপি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুটি – (১) গ্রামীণ যোগাযোগ ও ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টি এবং (২) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ। এর ফলশ্রুতিতে পিএল-৪৮০ এর খাদ্য সহায়তায় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সেল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে একটি সেমিপাকা টিনশেড ভবনে ছিল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়।

এই সেল গঠনের পর তৎকালিন খুলনা জেলা বোর্ডের পল্লীপূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত খন্দকার মোশাররফ হোসেন (যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ এবং পরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি) এই সেলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগ দেন। এসময় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে পূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনিও এর কিছুদিন পর পূর্ত কর্মসূচি সেলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে মোখলেসুর রহমান (পরবর্তীতে তিনি চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে যান) এবং মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (এলজিইডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য) নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেল-এ যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারের বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে যান। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তখন সরকারি সংস্থাসমূহে প্রকৌশলীদের সাংগঠনিক কাঠামোতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদায় উপ-প্রধান প্রকৌশলীর পদ ছিল, যা ১৯৮২ সনের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময়ে বিলুপ্ত করা

১৯৮০ সালে ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এ স্থাপিত পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়, যা পরবর্তীতে এলজিইবি এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এলজিইডির প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়

হয়। মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেলে কর্মরত প্রকৌশলীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে উক্ত সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

১৯৮০ সালে খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও তে চাকরি নিয়ে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে চলে যান এবং পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর পূর্ত কর্মসূচির লোকবল নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথমেই তিনি সচিবালয়ের টিনশেড থেকে পূর্ত কর্মসূচি সেলের সদর দপ্তর ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এর ভাড়া করা ভবনে স্থানান্তর করেন। ১৯৮২ সালে পূর্ত কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত লোকবল নিয়ে উন্নয়ন খাতে পূর্ত কর্মসূচি উইং গঠন করা হয়।

এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বা এলজিইবি নামের স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে এলজিইবির নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়। তিনি নতুন এই সংস্থার সদর দপ্তর

ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে আগারগাঁওয়ে জমির বরাদ্দ লাভে সক্ষম হন।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৭ এবং এডিবি সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১৮ এর আওতায় এই জমিতে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সনের ২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সদর দপ্তর ভবন প্রাঙ্গণে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন।

এদিকে ১৯৯৯ সালের ১৬ মে জাপান সরকারের সহায়তায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার- আরডিইসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। ১৫-তলা ভবনটি ২০০৫ সালে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি নবনির্মিত এলজিইডি ভবন শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ -এ উদ্বোধনকৃত এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনের পাশে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন

অধ্যায়-০২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি ১২

রূপকল্প ২০৪১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ১২

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) ১২

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৩

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ১৭

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি

সরকারের গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে এলজিইডি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে অন্যতম রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। যুগপৎভাবে, জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন, আর্থসামাজিক সূচকে গতিশীলতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ। দেশের অন্যতম প্রধান প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এলজিইডির সম্পৃক্ততা নিচে তুলে ধরা হলো-

রূপকল্প ২০৪১: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

রূপকল্প ২০২১ এর মূল লক্ষ্য ছিলো দারিদ্র্য দূর করে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যা বাংলাদেশ অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করেছে। এর প্রধান অভীষ্ট ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' পরিকল্পনা দলিলে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সাফল্যের ওপর গড়ে উঠেছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম ও উচ্চ-আয়ের দেশ যে উন্নয়ন পথ পাড়ি দিয়েছে, তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে চায় বাংলাদেশ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট: (ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং যা হবে উন্নত বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, (খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী জ্ঞান, অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে এমন একটি দ্রুতগতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব। এতে ২০৪১ সালে দারিদ্র্যের হার ৩% এর নিচে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১% এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হার ৯.৯%।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫)

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্লোগান: 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে'। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূলত ছয়টি বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত; যথা-

- মানব স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার;
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস;
- প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য পূর্ণ অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হতে এবং সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তিক আয় হস্তান্তর করার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অসুরক্ষিতদের সহায়তা করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ;
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল এমন এক টেকসই উন্নয়নের পথ অবলম্বন, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণ রূপান্তরকে সফলভাবে মোকাবেলা করে;
- অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (ইউএমআইসি) মর্যাদা দানে প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ; এবং
- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিজি) থেকে উত্তরণের প্রভাব মোকাবেলা করা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং এসব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করছে। ইতোপূর্বে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে এলজিইডি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামোসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। গ্রামপর্যায়ে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি অন্যতম ভূমিকা পালন করবে। এ সংক্রান্ত একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সকল সংস্থা ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে এলজিইডি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এলজিইডির কার্যক্রম এসডিজির মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এগুলো হচ্ছে-

অভীষ্ট-১ দারিদ্র্যবিলোপ

অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি

অভীষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা

অভীষ্ট-৫ জেন্ডার সমতা

অভীষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

অভীষ্ট-৯.১ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনপদ

অভীষ্ট-১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু কার্যক্রম এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্তি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মোট ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এলজিইডি ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এসডিজি অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ

শ্রমঘন পদ্ধতিতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি দুস্থ ও হতদরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করছে এলজিইডি। ফলে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান এবং তাদের আয়ের পথ তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি এলজিইডি সারাদেশে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসকল কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিলোপে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-২: ক্ষুধামুক্তি

এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে প্রায় ৭.২৫ লক্ষ হেক্টর জমির পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কাজ করছে। বাঁধ নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ, খাল খনন-পুনর্খনন এবং রাবার ড্যাম স্থাপনসহ পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জমির জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করছে এলজিইডি, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় ভূমিকা রাখছে। সেচ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি খনন ও পুনর্খননকৃত খাল, পুকুর এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে একদিকে প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের আয় বাড়ছে, পাশাপাশি দেশের মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ

দেশব্যাপী এলজিইডির গড়ে তোলা গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জনগণ সহজে, স্বল্পমূল্যে ও কমসময়ে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র, শিশু ও মাতৃসদন কেন্দ্রে যেতে পারছেন। দুর্গম ও গ্রামাঞ্চলের প্রসূতি মায়েরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন। এলজিইডি নির্মিত সড়ক ব্যবহার করে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি ঔষধ সেবা সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকায়, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখছে।

সড়কে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এলজিইডি সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের শিক্ষা সচেতনতা বাড়তে পরিচালনা করা হচ্ছে প্রচারাভিযান। এলজিইডি নির্মিত গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক জনকল্যাণে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে এ সড়ক নেটওয়ার্ক বিশেষ অবদান রাখছে। এ সড়ক নেটওয়ার্ক দারিদ্র্যমুক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানবকল্যাণের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়বিহীন দুর্গম গ্রামে ১,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। নদীভাঙন কবলিত এলাকায় 'অস্থায়ী' বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে, যা সহজে স্থানান্তরযোগ্য। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে সারাদেশে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ উপস্থিতি ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে এলজিইডি নির্মিত এসব শিক্ষা অবকাঠামো বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা

নারীর আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন করে পুরুষের সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে সারাদেশে দুস্থ নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে এলজিইডি। এছাড়া দুস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গ্রামীণ হাট-বাজার ও পৌরসভার বিপণী বিতানে নারী উদোক্তাদের জন্য দোকান নির্মাণ ও বরাদ্দ নিশ্চিত করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ১,১৩৬টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী। এদের মধ্যে অনেকে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করছেন। পৌরসভার টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি এলজিইডির অন্যতম সাফল্য। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিকাশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সমান কাজে নারী-পুরুষের সমমজুরি, উন্নয়নমূলক কাজের সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক শেড ও টয়লেট, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ দানের সুবিধা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। এলজিইডি নির্মিত পাবলিক স্থাপনা, যেমন– বাস টার্মিনাল, ইউনিয়ন কাউন্সিল ভবন, উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য ভবনে নারীবান্ধব পৃথক সুবিধা রাখা হচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের আওতায় এলজিইডি ওয়াসাভুক্ত সিটি কর্পোরেশন বাদে অন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেও কাজ করছে এলজিইডি। এসকল কার্যক্রম নাগরিকদের সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং পানি বাহিত রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ থেকে নগরবাসীকে সুরক্ষা দিচ্ছে। পরিছন্ন নগর ও স্বাস্থ্যসম্মত নির্মল পরিবেশ বজায় রাখতে স্যানিটেশন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৯.১: শিল্প, উদ্ভাবন ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। শুধুমাত্র কৃষি উন্নয়ন দ্বারা একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন কষ্টসাধ্য। কৃষির পাশাপাশি শিল্প স্থাপন অপরিহার্য। সরকার শিল্প উন্নয়নের জন্য সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। শিল্প-কারখানার সঙ্গে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পণ্য পরিবহনের জন্য বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি, যার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে কাজ করছে এলজিইডি। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভাবন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর সহায়তায় ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত হয়েছে। এসব কার্যক্রমে গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১১: টেকসই নগর ও জনপদ

টেকসই নগর উন্নয়নে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি সম্পৃক্তক রয়েছে। নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি বস্তি এলাকা এবং দরিদ্র অঞ্চলের উন্নয়নে এলজিইডি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। এসব ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সড়ক বাতি স্থাপন; কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ; শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য লো-কস্ট হাউজিং, পরিকল্পিত উদ্যানসহ পাবলিক প্লেস ও শিশু পার্ক নির্মাণ ইত্যাদি।

এসডিজি অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি সারাদেশে খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া খালের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য চাষ সহজতর হচ্ছে। এছাড়াও নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে, যা পরিমিত ভোগের ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যমত জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এতে অতিবৃষ্টিসহ বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ ও এর তীব্রতা। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে অবকাঠামো সুরক্ষায় এলজিইডি বিভিন্ন লাকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সড়ক-বাঁধ টেকসই করতে সড়কের পার্শ্ব-ঢালে পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাস রোপণ এবং সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের পার্শ্ব-ঢালে কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সেতুর উভয় দিকের প্রয়োজন অনুযায়ী নদীর পাড় সুরক্ষা এবং হাওরের সৃষ্ট ঢেউ 'আফাল' থেকে ছোট ছোট গ্রাম রক্ষায় নির্মাণ করা হচ্ছে কংক্রিটের সুরক্ষা প্রাচীর। বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ উপকূল এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জানমালের সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে, পাশাপাশি দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও সামষ্টিক পরিকল্পনা, যা দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় দেশকে ছয়টি হটস্পটে বিভাজিত করা হয়েছে।

বিভাজিত হটস্পটেগুলো হচ্ছে–

(১) উপকূলীয় অঞ্চল

(২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ ভূমি

(৩) হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম

(৫) নদী অঞ্চল ও মোহনা এবং

(৬) নগর এলাকা।

এসব বিভাজিত অঞ্চলে ৩৩ ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই পরিকল্পনায় তিনটি জাতীয় লক্ষ্য এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ছয়টি অভীষ্ট নির্ধারিত হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত তিনটি লক্ষ্য

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

(২) একই সময়ে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের সক্ষমতা অর্জন এবং

(৩) ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে উত্তরণ।

ছয়টি অভীষ্টের মোড়কে রয়েছে

(১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(২) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা অর্জন;

(৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী এলাকা ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

(৪) জলাভূমি ও বাস্তুভূমি সংরক্ষণ ও যথোপযুক্ত ব্যবহার;

(৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানীকরণ এবং

(৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সমন্বিত সর্বোত্তম ব্যবহার।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-এ তিনটি শক্তিশালী প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– কৃষি (মৎস্য ও পশু সম্পদসহ), জলবায়ুর প্রতিকূলতা এবং শিক্ষার উন্নয়ন। এ তিনটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা, বিবর্তন পর্যায় ও ইপ্সিত প্রগতি বিষয়ে এই পরিকল্পনায় সুচিন্তিত ও বিস্তারিত করণীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাস করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় করবে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা। বর্তমানে এলজিইডিতে অভীষ্ট ১ ও ২ এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ৩টি প্রকল্প এবং অভীষ্ট ১ এর লক্ষ্যে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৯টি প্রকল্প চলমান।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে চিহ্নিত ছয়টি হটস্পট/বিভাজিত এলাকায় এলজিইডির কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা নিচে তুলে ধরা হলো-

১. উপকূলীয় অঞ্চল:

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় এলাকার জনগণের জানমালের নিরপত্তার জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্র এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে স্থানীয় জনগণ ও গবাদিপশু দুর্যোগকালীন নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে দুযোর্গকালীন জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে এসেছে।

পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলায় জলবায়ু অভিঘাত সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণের দিকে নজর দিচ্ছে এলজিইডি। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর সহায়তায় ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল:

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যম উৎস থেকে পানি সরবাহের লক্ষ্যে এলজিইডি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় বরেন্দ্র অঞ্চলের তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট(ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

৩. হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল:

হাওর অঞ্চল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানাধরনের প্রতিবন্ধকতা। হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি দুটো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ঢেউয়ের ফলে সৃষ্ট ভাঙন থেকে গ্রাম সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে যাতায়াতের জন্য ডুবো সড়ক এবং আকস্মিক বন্যার কবল থেকে হাওয়ের ধান রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামের অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, সড়ক ঢাল ও জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল:

বৈচিত্র্যময় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে দেশের মোট নৃগোষ্ঠীর ৫৪ ভাগ জনগণের বসবাস। পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। টেকসই অবকাঠামোর অপ্রতুলতা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে প্রধান বাধা। পর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ কঠিন ও ব্যয়বহুল। একই কারণে অকৃষিখাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ পরিস্থিতিতে এলজিইডি দুটি নিজস্ব এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটিসহ মোট তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।

৫. নদী ও মোহনা অঞ্চল:

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি সারাদেশে খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই অধিকাংশ খালের পানি উপচে ফসলের জমি ও লোকালয় প্লাবিত হতো। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া খালের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি খালের পানি ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য চাষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দেশে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন উল্লেযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. নগর অঞ্চল:

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ নগরে বসবাস করছে এবং প্রতিনিয়তই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগরিক সেবার মান বাড়াতে এলজিইডি নগর উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দক্ষতা বাড়াতে এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এলজিইডি কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।